গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা
http://www.pppbd.org

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৯৩৬.১৪.৪৬৯.১২(১)-১৫৩১ তারিখঃ ১৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পল্লী প্রগতি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার আলোকে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, আয় ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পল্লী ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা ও জীবিকা ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসের মাধ্যমে "সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন"এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পল্লী প্রগতি কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল ডিপিপি, ১ম সংশোধিত ডিপিপি, ২য় সংশোধিত ডিপিপি এবং কর্মসূচি'র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালাতেও অন্যতম প্রধান একটি কমপোনেন্ট ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের বিধান থাকলেও এ সম্পর্কিত কোন নীতিমালা না থাকায় তা এতদিন খুব একটা অনুশীলন করা হয়নি। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছেন। এ প্রেক্ষিতে পল্লী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের বিনিয়োগ তহবিলের চাহিদা এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার আঙ্গিকে পল্লী প্রগতি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি কর্মসূচির গত ০৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত নীতি নির্ধারণী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং পর্যালোচনাপূর্বক তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ নীতিমালা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

পল্লী প্রগতি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রেরিত নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ এবং যথাযথ আর্থিক শৃংখলা ও নিয়মাবলী আবশ্যিকভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। নীতিমালাটি পল্লী প্রগতি কর্মসূচির ওয়েবসাইট http://www.pppbd.org - এ পাওয়া যাবে।

সংযুক্তিঃ নীতিমালা - ০১ কপি।

১৭/০৪/২০২২
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
কর্মসূচি পরিচালক

উপপরিচালক (সকল)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
.... জেলা ।

সদয় অবগতির জন্য :

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

কার্যার্থে ঃ

১। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল) , ... উপজেলা, ... জেলা।

E:\ASHRAF_WD\word\Letter_2022\letter D_ january_22.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী ক্ষুদ্র উদ্যোগ/ উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন নীতিমালা-২০২২

পল্লী ভবন
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা।
www.pppbd.org

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা, প্রেক্ষাপট	০১
০২	লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সুফলভোগী জনগোষ্ঠী	০২
০৩	উদ্যোক্তার শ্রেণীকরণ	০২-০৩
০৪	আবেদনপত্র বাছাই	০৩
০৫	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	০৪
০৬	উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি	০৪
০৭	আবেদন পর্যায়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	০৪-০৫
০৮	বিনিয়োগের খাতসমূহ	০৫
০৯	ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ	০৫
১০	ঋণ তহবিলের উৎস্য	০৫
১১	ঋণের সীমা, ঋণের মেয়াদ, ঋণের সেবামূল্য ও বিভাজন	০৬
১২	তহবিল পরিচালনা	০৬
১৩	সঞ্চয় আদায় ও জমা	০৬-০৭
১৪	বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরী	০৭
১৫	ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া	০৭-০৮
১৬	ঋণ আদায় প্রক্রিয়া	০৮-০৯
১৭	মনিটরিং ও রিপোর্টিং	০৯
১৮	নীতিমালা সংশোধন	০৯
	পরিশিষ্ট-১	১০-১৩
	পরিশিষ্ট-২	১৪-১৫
	পরিশিষ্ট-৩	১৬
	পরিশিষ্ট-৪	১৭-১৮
	পরিশিষ্ট-৫	১৯
	পরিশিষ্ট-৬	২০
	পরিশিষ্ট-৭	২১
	পরিশিষ্ট-৮	২২-২৩
	পরিশিষ্ট-৯	২৪-২৫

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি: ক্ষুদ্র উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন নীতিমালা

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচিটির পূর্ব এবং প্রকৃত নাম ছিলো "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প"। 'সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন' - এ ভিশন নিয়ে তৎকালীন সময়ের সরকার বিগত ০২ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জুলাই, ২০০০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০০৫ খ্রিঃ মেয়াদের জন্য "একটি বাড়ি একটি খামার" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন করে। পরবর্তী সময়ে সরকার পরিবর্তন হলে গত ২৭ জুন, ২০০২ খ্রিঃ তারিখে "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" এর নাম পরিবর্তন করে "পল্লী প্রগতি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শিরোনাম প্রদান করা হয়। নাম পরিবর্তন করলেও প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম তেমন শুরু করা হয়নি। ঋণ কার্যক্রমসহ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু হয় প্রকল্প অনুমোদনের ০৩ (তিন) বছর পর অর্থাৎ ২০০৩ সালের শেষ দিকে। মূলতঃ এ সকল নানা কারণে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। ফলে পরবর্তীতে পল্লী প্রগতি প্রকল্প (২য় সংশোধিত) আকারে এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে বর্তমানে বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনাধীনে কর্মসূচি আকারে চলমান রয়েছে।

২. ক্ষুদ্র উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রণয়নের প্রেক্ষাপটঃ

কর্মসুচির পূর্বেকার সময়ের অর্থাৎ প্রকল্পকালীন সময়ের কম্পোনেন্টসমূহের মধ্যে প্রধান একটি কম্পোনেন্ট ছিলো "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ" প্রদান। তৎকালীন সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ" প্রদান করা হলে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নসহ আয় ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য 'সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন' অর্জন অনেকখানি সম্ভব হতো। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদের শেষ দিকে এসে সময় স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনীয় পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব না হওয়ার ফলে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ" প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তাই এখন শুধু দলভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। গড়ে উঠবে উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, রচিত হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান "চাকুরীর পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হউন"। এ সকল প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি যে আদলে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা করে যাচ্ছে সে আদল পরিবর্তন করে 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ', 'একক ঋণ', 'জীবিকায়ন ঋণ' এবং 'হস্ত ও কুটির শিল্প ঋণ' পরিচালনা করা এখন সময়ের দাবী। বিআরডিবি বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে এ ধরণের উদ্যোক্তা ঋণ চালু করার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সীমিত আকারে চালু করেছে। এছাড়া পল্লী প্রগতি কর্মসূচির মূল ডিপিপি, ১ম সংশোধিত ডিপিপি এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপিসহ ঋণ পরিচালন নীতিমালাতেও 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ' পরিচালনার বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায়, পল্লীর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের বিনিয়োগ তহবিলের চাহিদা এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি'র অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির ন্যায় পল্লী প্রগতি কর্মসূচিতেও 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ' , 'একক ঋণ', 'জীবিকায়ন ঋণ' এবং 'হস্ত ও কুটির শিল্প ঋণ' চালু করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে পল্লী প্রগতি কর্মসূচির আওতায় গ্রুপভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি 'ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ' চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে - যা এ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ইতঃমধ্যে অনুমোদিত কোভিড-১৯ প্রণোদনাঃ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা, পল্লী প্রগতি প্রকল্পের ডিপিপি (২য় সংশোধিত) এবং কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা, সর্বশেষ সার্কুলার ইত্যাদি অনুসরণ করে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. লক্ষ্যঃ

পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, আয় ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পল্লী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্যের হার হ্রাস, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করার মাধ্যমে 'সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন'।

৪. ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের উদ্দেশ্যঃ

৪.১.পল্লী প্রগতি কর্মসূচি এর সুবিধাভোগী সদস্য যারা আয় উৎসারি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে প্রান্তিক অবস্থান থেকে পল্লী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছেন তাদের কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা;

৪.২.স্ব-কর্মসংস্থানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি ও অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৪.৩.গ্রামীণ পর্যায়ে শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা;

৪.৪.সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

৪.৫.আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা;

৪.৬.সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারি কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।

৫. সুফলভোগী জনগোষ্ঠীঃ

কর্মসূচির ঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ করে যে সকল সদস্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এরুপ বর্তমান সদস্য এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে যারা সদস্য/সুফলভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৬. বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তাঃ

পল্লী প্রগতি কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরির সুফলভোগীকে এককভাবে ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে-

৬.১. কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট প্রি-গ্রাজুয়েট/গ্রাজুয়েট/পল্লী উদ্যোক্তা ঃ কর্মসূচির আওতায় যে সকল সদস্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সামগ্রিকভাবে সে সমস্ত সদস্যকে বোঝাবে। যেমন -

৬.১.১. প্রি গ্রাজুয়েট : যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থকে কাজে লাগিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্যভাবে আয় বৃদ্ধি করতে এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে পরিবার প্রতিপালন করার সামর্থ বা সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে প্রি-গ্রাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৬.১.২. গ্রাজুয়েট: যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ বৃদ্ধি করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে গ্রাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৬.২.স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তাঃ

৬.২.১.কর্মসূচিভূক্ত সদস্য যারা আয় উৎসারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেরা সফল হয়েছেন এবং যাদের কর্মকান্ডে অধিক ঋণ বিনিয়োগ করলে আরো আয় বৃদ্ধির সূযোগ রয়েছে।

৬.২.২.পল্লী প্রগিত কর্মসূচির সদস্য যারা বিভিন্ন আয় উৎসারি কর্মকান্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের সামর্থ বা যোগ্যতা অর্জন করেননি কিন্তু এরূপ সামর্থ বা যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

৬.৩.পেশাজীবি উদ্যোক্তা ঃ নতুন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দেয়ার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিজে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আরো দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনাকে ব্যবসায় রূপ দিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া ব্যক্তিকে পেশাজীবি উদ্যোক্তা বিবেচনা করা হবে।

৬.৩.১.একক উদ্যোক্তা: ব্যবসায় অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে মার্কেট বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক, যিনি অন্যের অধীনে চাকুরীর পরিবর্তে নিজেই ছোটখাট একটি ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি একক উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৬.৩.২.পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা: নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনবলের মাধ্যমে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা কোন পরিকল্পনাকে ব্যবসায়িক বাস্তব রুপদেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া বা উদ্যোগী ভূমিকা নেয়াকে পেশাজীবি একক উদ্যোক্তা বুঝাবে।

৭. আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া ঃ

৭.১. আগ্রহী ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-২) ঋণের আবেদনপত্র ও বিজনেস প্লান (পরিশিষ্ট-৮) দাখিল করবেন।

৭.২. ঋণের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর গ্রাম সংগঠক/দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রাম সংগঠক তা' সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করবেন এবং আবেদনকারী সদস্যের জন্য প্রোফাইল (পরিশিষ্ট-১) প্রস্তুত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ সংশ্লিষ্ট সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও) - এর নিকট দাখিল করবেন।

৭.৩. গ্রাম সংগঠক/দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রাম সংগঠক এর নিকট থেকে ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তার ঋণ আবেদনপত্র, বিজনেস প্লান ও প্রোফাইলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রাপ্তির পর এআরডিও ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তা সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামতসহ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার (ইউআরডিও) -এর নিকট দাখিল করবেন।

৭.৪. এআরডিও'র মতামত প্রাপ্তির পর ইউআরডিও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পল্লী উদ্যোক্তার ঋণের আবেদনপত্রসহ সকল কাগজপত্র নিজে যাচাই করে দেখবেন। আবেদনকারীর মধ্যে যারা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তাদের নামের তালিকা উপজেলা পর্যায়ে একটি আলাদা রেজিষ্টার খুলে সংরক্ষণ করবেন। অত:পর ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে '**উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি**'তে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৮. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

৮.১. এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঐ এলাকার ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোক্তা হতে হবে/এন্টারপ্রাইজ থাকতে হবে;

৮.২. বয়সসীমা ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম;

৮.৩. অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী হবেন না;

৮.৪. কর্মসূচি হতে ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ (যদি থাকে) ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে;

৮.৫. কমপক্ষে ০১ (এক) বছর দলের সদস্য হিসেবে আছেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে পর্যবেক্ষণকাল অতিক্রম করেছেন);

৮.৬. পেশাভিত্তিক কাজে প্রশিক্ষিত/দক্ষ/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম;

৮.৭. বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনায় নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৯. উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটিঃ

১. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	: সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংগঠক/দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রাম সংগঠক (যিনি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকবেন)	: সদস্য
৩. হিসাব রক্ষক (রাজস্ব)	: সদস্য
৪. সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ)**	: সদস্য সচিব

** সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ) না থাকলে হিসাবরক্ষক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি-

- উপজেলা পর্যায়ে উদ্যোক্তা নির্বাচন;
- বিজনেস প্লান যাচাই- বাছাই এবং
- ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

১০. আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিঃ

১০.১. যথাযথভাবে পূরণকৃত ঋণ আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-২);

১০.২. ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (উভয় পৃষ্ঠা);

১০.৩. সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের রেজুলেশনের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০.৪. বিজনেস প্লান (পরিশিষ্ট-৮)

১০.৫. ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সময়ের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

১০.৬. উদ্যোক্তার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান/কর্মকান্ডের রঙিন ছবি;

১০.৭. অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ঋণ নেই মর্মে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার পত্র;

১০.৮. কর সনাক্তকরণ সার্টিফিকেটের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০.৯. ডিলিং লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০.১০. ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০.১১. নিজ নামে ব্যাংকে একাউন্ট রয়েছে তা প্রমানের জন্য চেক বহির কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি এবং

১০.১২. যে কোন মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট (বিকাশ, নগদ, উপায় ইত্যাদি) থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১১. বিনিয়োগের খাতসমূহঃ

ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যেক্তা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক অন-ফার্ম ও অফ-ফার্ম কার্যক্রম এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সেবা খাতসহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য যে কোন খাতকে বিবেচনায় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে 'উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যেক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'র বিবেচনাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কমিটি নিম্নরূপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করতে পারেন-

> স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তাগণদের চাহিদা;

> উদ্যোগের নতুন নতুন আইডিয়া;

> অল্প পরিমাণে বিনিয়োগে স্বল্পতম সময়ে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্যোগসমূহ;

> যে সকল উদ্যোগে বেশী সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;

> যে সকল উদ্যোগে ঝুকি অপেক্ষাকৃত কম;

> যে সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বেশি;

> কম ঝুকিপূর্ণ আয় উৎসারী অন্যান্য খাত ইত্যাদি।

১২. বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণঃ

ফুল/ফলমূলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি, মৎস্যচাষ/হ্যাচারি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বেকারি শিল্প, ধান ভানা/চাতাল শিল্প, মৃৎশিল্প, শতরঞ্জি শিল্প, তাঁত বা বুনন শিল্প, তৈরী পোশাক শিল্প, কাঠ/স্টিলের আসবাবপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি, কাঁসা-পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্প, প্লাস্টিক/মেলামাইন শিল্প, লোকাল মটরযান/বোট নির্মাণ শিল্প, মোবাইল ফোন দোকান/বিজনেস, গহনা তৈরি (স্বর্ণ, রূপা,সিটিগোল্ড, মাটি, কাঠ), মোমবাতি তৈরি, মশার কয়েল তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মনোহরী দোকান এবং আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

১৩. ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহঃ

১৩.১. ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতা সদস্যের চুক্তিনামা (পরিশিষ্ট-৪);

১৩.২. ৫ টি রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ কার্টিজ পেপারে উপযুক্ত ব্যক্তি জামিনদার নামা (Man Security/Gaurantor) (পরিশিষ্ট-৫);

১৩.৩. মর্টগেজ কারবার নামা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং

১৩.৪. অন্যান্য প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি/পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক।

১৪. ঋণ তহবিল, ঋণের সীমা, মেয়াদ, সেবামূল্য আদায়ঃ

১৪.১ ঋণ তহবিলের উৎস:

পল্লী প্রগতি কর্মসূচির ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল হবে ক্ষুদ্র ঋণে ব্যবহৃত তহবিল, যা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হবে ; ৩০ জুন, ২০১০ খ্রিঃ সালের পূর্বে বিতরণকৃত ঋণের সুদ মওকুফ সুবিধার আওতায় আদায়কৃত ঋণ তহবিল এবং সুফলভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের বিতরণযোগ্য ৭০% অর্থ। পাশাপাশি কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রয়োজন অনুসারে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা যাবে।

১৪.২ ঋণ সীমা:

একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে সবোর্চ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সক্ষমতা ভেদে সদর দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে এই ঋণ সীমা সবোর্চ্চ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। বিজনেস প্ল্যানের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার প্রকৃত চাহিদা, বিনিয়োগের সক্ষমতা, কর্মকান্ডের ধরণ, কর্মকান্ডে তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির উপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করবে। সর্বক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের জন্য বিজনেস প্ল্যানে উল্লিখিত সর্বমোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৩০% ঋণ গ্রহীতা নিজে বিনিয়োগ করবেন।

১৪.৩ ঋণের মেয়াদ:

এ ঋণের মেয়াদ হবে এক বছর (১২ মাস)। এ সময়ের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে ১২টি কিস্তি পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর মেয়াদের জন্য এ ঋণ প্রদান করা যাবে। এ সময়ের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে ২৪ টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

১৪.৪ ঋণের সেবামূল্য ও এর বিভাজন:

এ ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ১১% হারে প্রযোজ্য হবে। সেবামূল্যের বিভাজন নিম্নরূপ-

- কর্মচারী বেতন/ভাতা	৭.৫০%
- আরএলএফ প্রবৃদ্ধি	২.০০%
- কু-ঋণ	০.৫০%
- ম্যানেজার কমিশন	০.৫০%
- পরিচালন ব্যয়	০.৫০%
মোট	১১.০০%

পরিচালন ব্যয়ের বিভাজন-

- উপজেলা দপ্তর	০.৩৫%
- জেলা দপ্তর	০.০৫%
- সদর দপ্তর	০.১০%
মোট	০.৫০%

১৫. তহবিল পরিচালনাঃ

উপজেলা পর্যায়ে পল্লী প্রগতি কর্মসূচির ঋণ তহবিল বর্তমানে যে নিয়মে ইউআরডিও এবং এআরডিও/হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে, একই নিয়মে কর্মসূচির ক্ষুদ্র উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে আলাদাভাবে কোন ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না।

১৬. সঞ্চয় আদায় ও জমাঃ

- অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদসমূহে উল্লিখিত যে কোন ক্যাটাগরির একজন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের উপর কমপক্ষে ১০% নিজস্ব সঞ্চয় জমা থাকতে হবে।
- ঋণ গ্রহণের পর একজন উদ্যোক্তা তার মাসিক কিস্তি পরিশোধকালে নিয়মিতভাবে ন্যূনতম ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা সঞ্চয় জমা করবেন।

- কর্মসূচির সমিতি/দলভূক্ত উদ্যোক্তা কর্তৃক জমাকৃত সকল সঞ্চয় কর্মসূচির ব্যাংক হিসাবে যথারীতি জমা হবে। তাদের ক্ষেত্রে অর্থবছর শেষে কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। এ জন্য সকল প্রকার ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তার সঞ্চয়ের হিসাব পৃথক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।
- কোন উদ্যোক্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইউআরডিও ঐ উদ্যোক্তার জমাকৃত সঞ্চয় হতে বকেয়া ঋণ সমন্বয় করতে পারবেন।
- কর্মসূচির গ্রাম সংগঠকগণ উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি আদায়ের সাথে সাথে নির্ধারিত পরিমাণ সঞ্চয়ও আদায় করবেন এবং তা উদ্যোক্তার পাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

১৭. বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরীঃ

'উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'র সভায় প্রতিটি বিজনেজ প্ল্যান ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে উপযুক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হবে। অতঃপর সুপারিশপ্রাপ্ত উদ্যোক্তার বিজনেস প্ল্যান ও ঋণের আবেদন নিম্নরূপ ধাপে চূড়ান্ত অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রদান করতে হবে-

ক্রমিক নং	অনুমোদনকারী/মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	ঋণের পরিমাণ (সিলিং)
১	ইউআরডিও	৫০,০০০/- হতে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
২	জেলার উপরিচালক	১,০০,০০১/- হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
৩	কর্মসূচি পরিচালক	৫,০০,০০১/- হতে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত

১৭.১. একজন উদ্যোক্তা সদস্যের বিজনেস প্ল্যান এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ ইউআরডিও নিজে অনুমোদন পূর্বক মঞ্জুরীপত্র জারি করবেন।

১৭.২. অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তার ঋণের আবেদন ও বিজনেস প্ল্যানসহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলার উপপরিচালক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের কর্মসূচি পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৭.৩. মঞ্জুরিপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ইউআরডিও কোনক্রমেই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৮. ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়াঃ

১৮.১. ঋণ মঞ্জুরিপত্র পাওয়ার পর, বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে ইউআরডিও প্রত্যেক উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য পৃথক ঋণ নথি খুলবেন।

১৮.২. উদ্যোক্তার আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যান, সদস্য প্রোফাইল, 'উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'র সভার রেজুলিউশন ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ঐ ঋণের মঞ্জুরী পত্রের কপি, জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্ট যথাযথভাবে রয়েছে কিনা এবং সদস্যে ১০০% ঋণ পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় সঞ্চয় জমা আছে কিনা-তা দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক হিসাবরক্ষক সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে ঋণ ছাড়করণের প্রস্তাব নোটের মাধ্যমে ইউআরডিও'র নিকট উপস্থাপন করবেন।

১৮.৩. ঋণের মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যাংক একাউন্টে ঋণের অর্থ স্থানান্তর হবে।

১৮.৪. উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে কেবলমাত্র এডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করতে হবে।

১৮.৫. এডভাইসের অফিস কপির উপর ব্যাংক কর্মকর্তার সিল-স্বাক্ষরসহ প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তার একটি অনুলিপি ঋণ নথিতে রাখতে হবে।

১৮.৬. উপজেলার যে ব্যাংক শাখায় কর্মসূচির ঋণ তহবিল ব্যাংক হিসাব থাকবে, একই শাখায় ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে/খুলতে হবে।

১৮.৭. কোনক্রমেই ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে 'ক্যাশ বা 'চেক' মারফত ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

১৮.৮. উদ্যোক্তা সদস্যের যে ব্যক্তিগত একাউন্টে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা হবে, তার ঐ একই একাউন্টের চেকবহি হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক গ্রহণ করতে হবে। সদস্যের অন্য কোন ব্যাংক একাউন্টের চেক বহির পাতা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

১৯. পাশবহি ঃ

কর্মসূচির সমিতি/দলভুক্ত সদস্যের নিজস্ব পাশ বহিটিই উদ্যোক্তা ঋণের জন্য ব্যবহৃত হবে; তবে অফিসে ব্যবহারের জন্য তার নামে আরেকটি পাশবহি ইস্যু করতে হবে, যেটি হিসাবরক্ষক কর্তৃক হালনাগাদ করতে হবে এবং অফিসে হিসাবরক্ষকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে। কর্মসূচির গ্রাম সংগঠক ঋণ গ্রহীতা সদস্যের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত পাশবহিতে যথারীতি ঋণ ও সঞ্চয় আদায়ের তথ্য এন্ট্রি করবেন ও স্বাক্ষর করবেন।

২০. ঋণ নথি সংরক্ষণঃ

ঋণ বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক এডভাইসের অফিস কপি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট নথিভুক্ত করে ঐদিনই ঋণ নথি নিষ্পত্তিপূর্বক এআরডিও এর হেফাজতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। নথিভূক্ত কাগজ-পত্রে কোন ধরণের ঘাটতি বা অসঙ্গতি কিংবা তথ্য প্রমাণে কোন ধরনের বিচ্যুতি ধরা পড়লে তার দায়-দায়িত্ব ইউআরডিওসহ ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

২১. ঋণ আদায় প্রক্রিয়াঃ

২১.১. ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে এক বছর (১২ মাস) বা দুই বছর (২৪ মাস)। এ সময়ের মধ্যে বছরে ১২ টি বা দুই বছরে ২৪ টি কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর বা ২(দুই) বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

২১.২. নির্ধারিত ১ বছর বা ২ বছর (১২ মাস বা ২৪ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ১১% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে।

২১.৩. স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই যদিকোন উদ্যোক্তা ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে অবশিষ্ট আসল পাওনা ঋণের উপর ১% হারে সেবামূল্য আরোপ করে সেবামূল্যসহ আসল পরিশোধের পর চুক্তির নিষ্পত্তি করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ কর্মসূচি কর্তৃক নির্ধারিত আসল ও সেবামূল্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১.৪. কিস্তি পরিশোধের জন্য একজন ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে নিয়মিত মোটিভেশনের মধ্যে রাখতে হবে এবং কোন বিশেষ কারণে তিনি একটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অফিসে সংরক্ষিত তার পোস্ট ডেটেড চেক দ্বারা ঐ কিস্তিটি আদায় করতে হবে।

২১.৫. সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংগঠক প্রতিমাসের নির্ধারিত তারিখে একজন ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কিস্তি আদায়ের পর ঐ সদস্যের পাশ বহিতে লিপিবদ্ধপূর্বক স্বাক্ষর করবেন এবং মাসিক আদায়শীটে তা লিপিবদ্ধপূর্বক নির্ধারিত স্থানে ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। অতঃপর আদায়কৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে তিন পার্ট বিশিষ্ট রশিদের মাধ্যমে জমাপূর্বক জমার রশিদ ও মাসিক আদায় শীট উপজেলা দপ্তরে হিসাবরক্ষকের নিকট জমা করবেন।

২১.৬. উদ্যোক্তা কোন কারণে ঋণের কিস্তি খেলাপী হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে উদ্যোক্তার জমাকৃত সঞ্চয় হতে খেলাপী ঋণ সমন্বয় করতে হবে।

২১.৭. ঋণ গ্রহণের পর উদ্যোক্তার অবর্তমানে (মৃত্যু জনিত কারণে) ঋণের অর্থ উদ্যোক্তার উত্তরাধীকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে উদ্যোক্তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

২২. মনিটরিং ও রিপোর্টিংঃ

২২.১. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে উপজেলা হতে জেলা দপ্তরে কর্মসূচির ঋণ ও দল এবং আত্নসাত সংক্রান্ত ছক-১, ২, এবং ৩ প্রেরণ করে থাকেন। তিনি কর্মসূচির ঋণ সংক্রান্ত ছক-১ এ ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারী সদস্যের ঋণের তথ্য ভিন্ন সারিতে উপস্থাপন করবেন। উপজেলা পর্যায়ে পৃথক রেজিষ্টারে উদ্যোক্তা ঋণের যাবতীয় তথ্য সদস্যওয়ারী সংরক্ষণ করবেন। মাসিক সভায় উপপরিচালকগণ কর্মসূচির উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

২২.২. জেলা দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় উপপরিচালকগণ উপজেলাওয়ারী এ ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি উপজেলাসমূহ পরিদর্শনকালে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন এবং কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে প্রতিবেদন আকারে কর্মসূচি পরিচালক-কে অবহিত করবেন।

২৩. নীতিমালা সংশোধনঃ

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্মসূচি পরিচালকের উদ্যোগে মহাপরিচালক, বিআরডিবি প্রয়োজন মোতাবেক যথাসময়ে এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবেন।

(স্বাক্ষরিত) ১৮/৪/২০২২
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
কর্মসূচি পরিচালক
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

(স্বাক্ষরিত) ১৮/৪/২০২২
সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বিআরডিবি, ঢাকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

আবেদনকারীর এক কপি ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে

পল্লী উদ্যোক্তার প্রোফাইল

১। ক) উদ্যোক্তার নাম :

খ) পিতার নাম :

গ) মাতার নাম :

ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম :

২। ক) গ্রাম : খ) ইউনিয়ন :

গ) উপজেলা: ঘ) জেলা :

৩। পল্লী প্রগতি কর্মসূচির সদস্য হওয়ার তারিখ :

৪। পরিবারের ধরণ : একক/যৌথ:

৫। পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের বিবরণ :

ক্রঃ নং	উত্তর দাতার নাম	উত্তর দাতার সংগে সম্পর্ক	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান প্রধান পেশা	বাৎসরিক আয় (টাকা)	বিশেষ দক্ষতা/ অভিজ্ঞতার ধরণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

৬। পরিবারের মোট মাসিক গড় আয়ের হিসাব :

ক) পেশা/কাজের বিবরণ

খ) বছরের কত মাস উপার্জন করে

গ) মাসিক গড় আয় (টাকা)

৭। পরিবারের গড় মাসিক ব্যয়/খরচ এর হিসাব (টাকা)

ক) খাদ্য বাবদ .... টাকা
খ) বস্ত্র বাবদ .... টাকা
গ) শিক্ষা খরচ .... টাকা
ঘ) অন্যান্য ব্যয়
ঙ) সর্বমোট মাসিক ব্যয় .... টাকা

৮। ক) আয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বেশী হলে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান কিভাবে করা হয়।

৯। বর্তমানে কোন ধার দেনা বা ঋণ আছে কি না, হ্যাঁ/না হলে

ক) ধার নেয়ার উদ্দেশ্য:
খ) সুদের হার:
গ) টাকার পরিমাণ:
ঘ) কোথা হতে (উৎস):

১০। অন্য কোন সংস্থা/এনজিও'র সদস্য হলে তার নাম :

১১। কর্মসংস্থান/আয়ের প্রয়োজনে এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কি না? হ্যাঁ/না
হ্যাঁ হলে:

ক) বৎসরে কত মাস:
খ) বাহিরে কোথায় অবস্থান করেন?:
গ) কি কাজ করেন:
ঘ) মাসিক/দৈনিক গড় আয় কত?:

১২। পরিবারের অন্য কোন সদস্য এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কি না? হলে কত জন এবং মাসিক আয় কত?

১৩। পরিবারের নিজস্ব জমি সংক্রান্ত তথ্য :

ক) নিজের জমি

জমির পরিমাণ (শতাংশ)					
বসত বাড়ি	আবাদি কৃষি	অনাবাদী	অন্যান্য	বন্ধক দেয়া থাকলে	মোট জমি

খ) পরিবারের চাষাবাধীন অন্যের জমি:

বন্ধক নেয়া		বর্গা নেয়া	
পরিমাণ (শতাংশ)	বন্ধকের শর্ত	পরিমাণ (শতাংশ)	বর্গার শর্ত

১৪। বসত বাড়ির বিবরণ:

	ঘরের ধরণ:	সংখ্যা	মন্তব্য
	ক) টিন		
	খ) সেমিপাকা		
	গ) পাকা		

১৫। পরিবারের পশু পাখির হিসাব :

বিবরণ	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ	হাঁস	মুরগী	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
মূল্য (টাকা)								

১৬। পরিবারের অন্যান্য সম্পদের বিবরণ :

বিবরণ	টেলিভিশন	সাইকেল/মোটর সাইকেল	সেলাই মেশিন	রিক্সা	ভ্যান/ ঠেলাগাড়ী	গরুর গাড়ী	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
বর্তমান মূল্য								

১৭। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য:

ক) পানীয় জলের উৎস : টিউবওয়েল (নিজস্ব/অন্যের)

খ) পায়খানার ধরণ : কাঁচা/সেমিপাকা/পাকা।

১৮। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলে : গ্রহণ করেছেন/করেন নি/প্রযোজ্য নয় (স্থায়ী/অস্থায়ী)

১৯। পরিবারে অন্য কোন সদস্য/সদস্যা বিআরডিবিভূক্ত সমিতি/দলের সদস্য কি না? (উত্তর হ্যাঁ হলে) : হ্যাঁ/না

ব্যক্তিবর্গ	বয়স	দলের নাম	উত্তর দাতার সাথে সম্পর্ক

২০। পল্লী প্রগতি কর্মসূচি থেকে আপনি কি ধরণের সহযোগিতা পেয়েছেন :

ক) দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	কত দিনের

খ) ঋণ সহায়তা:

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের নাম (আইজিএ)	টাকার পরিমাণ	সম্পূর্ণ পরিশোধের শেষ তারিখ
১।			
২।			
৩।			

২১। উত্তর দাতা তার বর্তমান পেশা/ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী কি না? হ্যাঁ/না
হ্যাঁ হলে কিভাবে অতিরিক্ত পুঁজির সংস্থান করবেন?

২২। বর্তমান পেশায়/ব্যবসায় সর্বমোট পুঁজি
ক) (১) স্থায়ী সম্পদে মোট (২) মালামালের উপর সর্বমোট

খ) মালামালের উপর বিনিয়োগকৃত টাকার মধ্যে কত টাকা মহাজনের পাওনা?

গ) উত্তরদাতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট কত টাকা পাবেন (বকেয়া)?

ঘ) গৃহীত উদ্যোগের ধরণ

২৩। ব্যবসায়/আইজিএ -এর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কী?

তথ্য সংগ্রহকারীর মন্তব্য:

তথ্য সংগ্রহকারীরর নাম :
স্থায়ী ঠিকানা :
পদবী :
মোবাইল নং :

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ

২৪। সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মতামত:

স্বাক্ষরঃ --------------------- -- নামঃ--------------------------- মোবাইল ফোন নং ----------------------

২৫। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মতামত:
উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটির ------------ তারিখে অনুষ্ঠিত --------- নং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত সদস্যকে ---------------------- পল্লী প্রগতি কর্মসূচির উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হলো।

স্বাক্ষরঃ ....নামঃ ....

মোবাইল ফোন নংঃ ....

পরিচিতি কোড নং-		

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল

উপজেলা অফিস কর্তৃক পূরণযোগ্য:

ঋণ আবেদন পত্র নং...

আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ.........

উদ্যোক্তার ঋণ আবেদন পত্র

ছবি

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
বিআরডিবি
উপজেলা .... জেলা ....

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করছি এবং ঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করছি।

১।	উদ্যোক্তার নাম	:	....
২।	(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর	:	
	(খ) এনআইডি অনুযায়ী জন্ম তারিখ	:	
৩।	মোবাইল/ফোন নম্বর	:	
৪।	ক) পিতার নাম	:	
	খ) মাতার নাম	:	
	গ) স্বামী/স্ত্রীর নাম	:	
৫।	সমিতি/দলের নাম	:	
৬।	ক) স্থায়ী ঠিকানা :		গ্রাম/মহল্লা .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড .... ডাকঘর .... উপজেলা/পৌরসভা ....
	খ) বর্তমান ঠিকানা :		গ্রাম/মহল্লা .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড .... ডাকঘর .... উপজেলা/পৌরসভা ....
৭।	সম্পত্তি ও দায় দেনা		
	ক) সমিতি/দলে সদস্যের সঞ্চয় জমার পরিমাণ	:	
	খ) স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য	:	
	গ) অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য	:	
	ঘ) দায় দেনার (যদি থাকে) পরিমাণ	:	
৮।	ক) প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/ব্যবসার নাম	:	
	খ) ঋণের জন্য আবেদনকৃত টাকার পরিমাণ	:	.... টাকা। দফা নং ....

৯।	ক) পূর্বে গৃহীত উদ্যোক্তা/অন্যান্য ঋণের পরিমাণ	:	মোট টাকার পরিমাণ .... টাকা
	খ) শেষ ঋণের	:	
	১) হিসাব নং/কোড নং	:	....
	২) টাকার পরিমাণ	:	.... টাকা
	৩) শেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ	:	....
	৪) বকেয়া ঋণ (যদি থাকে)	:	....
১০।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করেছেন/করেননি	:	

১১। আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করছি যে,

১। উপরে পরিবেশিত তথ্যাবলী সম্পুর্ণরূপে সত্য।

২। পল্লী প্রগতি কর্মসূচি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/কান্ড সমূহে ব্যবহার করতে বাধ্য থাকব।

৩। ঋণ গ্রহণের তারিখ................................ থেকে .... মাস সময়ের মধ্যে .... টি মাসিক সমপরিমাণ কিস্তিতে আসল পরিশোধ এবং আসল পরিশোধের সাথে ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য (অথবা আদেশ অনুযায়ী) কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

৪। অন্য কোন ব্যাংক অথবা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার নিকট আমার কোন দায়-দেনা নাই।

৫। পল্লী প্রগতি কর্মসূচি হতে গৃহীত ঋণ সেবামূল্যসহ আসল সম্পুর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করব না।

তারিখ: .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ

১। গ্রাম সংগঠক/অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী/পরিদর্শক এর মতামত:

২। সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এর মতামত:

৩। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এর মতামত:

দায়বদ্ধকরণ পত্র

যেহেতু পল্লী প্রগতি কর্মসূচি আমাকে .... টাকা

(কথায় .... টাকা মাত্র) উদ্যোক্তা ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করেছে, সেহেতু আমি এতদ্বারা এ কর্মসূচির সহায়তা থেকে ইতোমধ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হয়েছে কিংবা বিক্রী হবে তৎসহ আমার হেফাজতে বিদ্যমান উক্ত সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য পল্লী প্রগতি কর্মসূচি থেকে গৃহীত ঋণের বিপরীতে এবং পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি অফিসে আমার প্রথম দেনা হিসাবে এবং ঋণ হিসাবে গৃহীত টাকা নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করে দেবার অঙ্গীকার হিসাবে পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি'র নিকট দায়বদ্ধ করলাম।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমি পারস্পারিক সম্মতিতে তফসিল অনুযায়ী ঋণের টাকা ধার্যকৃত সেবামূল্যসহ পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রইলাম। অন্যথায় এ দায়বদ্ধকরণ পত্রের শর্ত সমূহের বলে আমার নিকট থেকে পল্লী প্রগতি কর্মসূচি,বিআরডিবি উক্ত পাওনা টাকা প্রয়োজনে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও আদায় করতে পারবেন।

তারিখ:

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি
নাম: ....
দল: ....
গ্রাম: ....

স্বাক্ষী (১):
স্বাক্ষর/টিপসহি

নাম :...
ঠিকানা : ....

স্বাক্ষী (২):
স্বাক্ষর/টিপসহি

নাম: ....
ঠিকানা: ....

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা:

আমি (নাম) .... ঋণ গ্রহণকারী জনাব/বেগম .... আমার পরিচিত। ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় আমি জামিনদার (গ্রান্টার) হিসেবে উক্ত ঋণ পরিশোধের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অফিস কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

স্বাক্ষর : ....
তারিখ : ....

চুক্তি নামা
(৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্টাম্পে)

এই চুক্তি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার .... উপজেলা .... জেলা (অতঃপর ইউআরডিও নামে লিখিত, তাঁর পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন অথবা দায়িত্ব পালন করুন না কেন) প্রথম পক্ষ এবং জনাব...পিতা/স্বামী...পেশা .... স্থায়ী ঠিকানা; গ্রাম ....ডাকঘর..................উপজেলা .... জেলা.........................(অতঃপর যিনি চুক্তিকারী বলে সনাক্ত হবেন, যে চুক্তি আইন বিষয়ক প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে) দ্বিতীয় পক্ষ, এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনক্রমে বিআরডিবি'র পল্লী প্রগতি কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক প্রথম পক্ষ যদি বিবেচনা করেন এবং যোগ্য বলে মনে করেন তবে তাকে (দ্বিতীয় পক্ষ) ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে তালিকাভূক্ত করে ঋণ প্রদান করতে পারবেন। দ্বিতীয় পক্ষ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

এখন, যেহেতু উভয় পক্ষ একটি চুক্তিতে সম্মত এবং চুক্তিকারীকে (দ্বিতীয় পক্ষ) বিআরডিবি'র পল্লী প্রগতি কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে সুতরাং চুক্তিকারী (দ্বিতীয় পক্ষ) ইউআরডিওকে (প্রথম পক্ষ) নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন:

১) দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে .... টাকা ঋণ মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের আসল ও সেবামূল্য বাবদ .... টাকা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, যাতে ঋণের সমুদয় আসল ও সেবামূল্য সর্বোচ্চ .... মাসের মধ্যে .... কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়।

২) যদি কোন কিস্তি নির্দিষ্ট দেয় তারিখে অপরিশোধিত থাকে তাহলে ঋণের সমুদয় টাকা আসল ও সেবামূল্যসহ অবিলম্বে ফেরৎ চাহিবার নির্দেশনসহ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমুদয় বকেয়া ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য দেওয়ানী/ ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

৩) যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে অবশিষ্ট আসল পাওনা ঋণের উপর ১% হারে সেবামূল্য আরোপ করে সেবামূল্যসহ আসল পরিশোধের পর চুক্তির নিস্পত্তি করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আসল ও সেবামূল্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪) ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে এক বছর (১২ মাস) বা দুই বছর (২৪ মাস)। এ সময়ের মধ্যে বছরে ১২ টি বা দুই বছরে ২৪ টি কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর বা ২ বছর (দুই) বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৫) নির্ধারিত ১ বছর বা ২ বছর (১২ মাস বা ২৪ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ১১% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ কোন কারণে ঋণের কিস্তি খেলাপী হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সঞ্চয় হতে খেলাপী ঋণ সমন্বয় করতে পারবেন।

৭) চুক্তিকারীর (দ্বিতীয় পক্ষ) ব্যাংক হিসাবে প্রতি মাসে কিস্তি পরিশোধের তারিখে ঋণের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ জমা না থাকলে তার বিরুদ্ধে চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮) পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অন্য কোথাও হস্তান্তর/দায় বন্ধক প্রদান করা হয়নি এবং ঋণ সম্পুর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোথাও হস্তান্তর/দায় বন্ধক করা যাবে না।

৯) ঋণের অর্থ বিজনেস প্ল্যান মোতাবেক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন।

১০) ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পক্ষের অবর্তমানে (মৃত্যু জনিত কারণে) ঋণের অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধীকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বিতীয় পক্ষের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

১১) এই চুক্তিনামার কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষেরে বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক সামাজিক ও আইনানুগ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১২) অতঃপর অত্র চুক্তিপত্র সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি অথবা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তা প্রথম পক্ষের গোচরীভূত করতে হবে এবং প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিকারী নিম্নলিখিত স্বাক্ষীদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

স্বাক্ষর
দ্বিতীয় পক্ষ

স্বাক্ষর ও সীল
প্রথম পক্ষ

নাম :
পিতা/স্বামীর নাম :
সমিতি/দলের নাম :
গ্রাম :
উপজেলা :
জেলা :

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ ...., ডাকঘরঃ .... উপজেলাঃ ...., জেলাঃ		
২। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ ...., ডাকঘরঃ .... উপজেলাঃ ...., জেলাঃ............................		
৩। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ ...., ডাকঘরঃ .... উপজেলাঃ ...., জেলাঃ		

বিঃ দ্রঃ স্বাক্ষীঃ (ঋণ গ্রহীতার পিতা/স্বামী/স্ত্রী, দলের সভাপতি ও সেক্রেটারীর স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর নিতে হবে)

পরিশিষ্ট-৫

Man Security/Guarantor

আমি..পিতাঃ..
গ্রামঃ.....................................ডাকঘরঃ...উপজেলাঃ...
জেলাঃ ....। আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা...................................
পল্লী প্রগতি কর্মসূচির ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ এর ....উপজেলার আওতাধীন .... সমিতি/দলের একজন .... সদস্য। তিনি গত .... তারিখ হতে উক্ত সমিতি/দলের সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা/.. পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি হতে ঋণ গ্রহণের পর কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, পলাতক/আত্মগোপন, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন, প্রতারণা/আর্থিক ক্ষতি সাধন ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে আমি স্বেচ্ছায় ঋণ গ্রহীতার নিকট প্রাপ্য খেলাপী/সাকুল্য ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো।

উপরে উল্লেখিত যে কোন কারণে সে পলাতক/আত্মগোপন করলে অফিস কর্তৃক সরাসরি আমার এবং স্বাক্ষীগণের ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তাকে উদ্ধারে সর্বত্মক সহযোগীতা করবো। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, উপরোক্ত চুক্তিনামার যে কোন শর্তের বরখেলাপ হলে অফিস আমার/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ আমার/আমাদের স্থাবর/অস্থাবর যে কোন সম্পদ বিক্রয়/আটক করে প্রাপ্য সমূদয় অর্থ আসল ও সেবামূল্যেসহ আদায় করলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

অঙ্গীকার প্রদান কারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ...........................,ডাকঘরঃ........................., উপজেলাঃ......................., জেলাঃ....................... ।		
১। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ...........................,ডাকঘরঃ........................., উপজেলাঃ......................., জেলাঃ....................... ।		
১। নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ গ্রামঃ...........................,ডাকঘরঃ........................., উপজেলাঃ......................., জেলাঃ....................... ।		

দলীয় অঙ্গীকারপত্র

(কার্টিজ পেপারে)-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে

অতঃপর 'মুল পক্ষ' নামে বর্ণিত পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি নামে আপনার প্রদেয় ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যৌথভাবে এবং আলাদাভাবে আপনাকে যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছি এবং যে কোন সময়ে মূল পক্ষের নিকট আসল ও সেবামূল্য এবং অন্যান্য খরচসহ আপনার সমুদয় পাওনা টাকা চাহিবার সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

এবং আমরা যৌথ ও আলাদাভাবে আরও অঙ্গীকার করছি যে,

১. এ অঙ্গীকার পত্রমূলে মূল খাতকের/পক্ষের/দলের সদস্যের দেনা আমাদের দেনা হিসাবে পরিগণিত হবে এবং আপনি যখন ইচ্ছা মূল পক্ষের দেনার দায়ে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে দায়ী করতে পারবেন।

২. এ অঙ্গীকার পত্র, আমাদের এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উপর সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে। মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা আপনার তরফ হতে যে কোন সুযোগ প্রদান সত্ত্বেও এই আঙ্গীকারপত্র সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে।

৩. নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবলুপ্তির ক্ষেত্রেও উপরে বর্ণিত সময়সীমা পর্যন্ত মূল পক্ষের দেয় সমস্ত দেনার দায়-দায়িত্ব আমাদের এবং আমাদের আইনানুগ প্রতিনিধির উপর এই অঙ্গীকার বলে বলবৎ থাকবে।

৪. মূল পক্ষের তরফ হতে কোন আংশিক পরিশোধের প্রেক্ষিত কিংবা কোন ক্রেডিট ব্যালান্স থাকা অবস্থায় কখনোই এ অঙ্গীকার পত্রে গুরুত্ব কমানো কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট করা যাবে না।

৫. এখানে প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ঋণ ছাড়া ভবিষ্যতে আমাকে/আমাদেরকে নতুন ঋণ প্রদান করলে এই অঙ্গীকার নামা ভবিষ্যতে সকল ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ভবিষ্যতে দেয় সকল ঋণের ব্যাপারে এই অঙ্গীকারপত্র সমভাবে কার্যকরী হবে।

৬. আমরা যদি কোন ফার্মের অন্তর্ভূক্ত হই সেক্ষেত্রে, গঠণতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন দ্বারা এ দায়-দেনা প্রভাবিত হবেনা।

এতদ্বারা অঙ্গীকারকৃত দেনার সূত্রে, পাওনা সমস্ত টাকা পরিশোধ করার পূর্বে হস্তগত যে কোন সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা এমন কিছু করব না কিংবা সংগঠিত হতে দিব না যার কারণে উক্ত সিকিউরিটির মূল্যহানি ঘটতে পারে।

.... সনের .... তারিখঃ........................

ক্রমিক নং	দস্তখত/বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ	নাম
১.		
২.		

সমিতি/দলের নামঃ.. ।

সমিতি/দলের ঠিকানাঃ

গ্রাম.................................,ইউনিয়ন............................,ডাকঘর..................উপজেলাঃ.........................

জেলা............................ ।

ডিমান্ড প্রমিসরী নোট (ডিপি নোট)

(ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

এতদ্বারা আমি... কোড নং ঃ (দল/সদস্য)................................ অঙ্গীকার করছি যে, প্রস্তাবিত কর্মকান্ডে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিনিয়োগ না করলে/অপব্যবহার করলে ঋণের সমূদয় টাকা তাৎক্ষণিক ভাবে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব বা পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি আমার নিকট হতে আদায় করে নিতে পারবে। আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, গৃহীত ঋণের টাকা নির্ধারিত তফশিল অনুযায়ী সেবামূল্যসহ নিয়মিতভাবে পরিশোধে বাধ্য থাকব। ব্যর্থতায় কর্তৃপক্ষ আমার কিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর
নাম..

ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার

(ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

আমি.. পিতা/স্বামী... গ্রাম:.. উপজেলা:.. পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি হতে .... টাকা (কথায় টাকা... মাত্র) আমার ব্যাংক হিসাব নং .... ব্যাংকের নাম ও শাখা .... এ প্রাপ্তি স্বীকার করছি।

আমার ব্যাংক হিসাবে ঋণ স্থানান্তরের পত্রখানা বুঝিয়া পাইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

বিতরণকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর

এআরডিও ইউআরডিও

পরিশিষ্ট-৮

সদস্যের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইউআরডিও সত্যায়িত করবেন।

উদ্যোক্তার ঋণ কর্মকান্ডের বিজনেস প্লান

১.উদ্যোক্তার নাম:...

২.উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:..

৩.পিতার নাম: ....

৪.মাতার নাম:...

৫.স্বামী/স্ত্রীর নাম:...

৬.উদ্যোক্তার মোবাইল নম্বর:...

৭.উদোক্তার দলের নাম:...

৮.কর্মকান্ডের নাম:..

ক) স্থায়ী বিনিয়োগ/মূলধন:

ক্রমিক নং	খাত সমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	দোকান ঘর ভাড়া বাবদ/ঘর তৈরী				
২.	খামার তৈরী/জায়গা ভাড়া বাবদ				
৩.	যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ				
৪.	ফার্ণিচার/ডেকোরেশন বাবদ				
৫.					
৬.					
	মোট=				

খ) চলতি বিনিয়োগ/মূলধন:

ক্রমিক নং	খাতসমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	মালামাল/কাঁচামাল ক্রয় বাবদ				
২.	গবাদি পশু হাঁস-মুরগী/মাছের খাদ্য				
৩.	পরিবহন খরচ				
৪.	বিবিধ ব্যয়				
	মোট=				

গ) মোট বিনিয়োগ (ক+খ) টাকার পরিমাণ:......................................

ঘ) নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ টাকার পরিমাণ:..

ঙ) ঋণ গ্রহণের পরিমাণ টাকার পরিমাণ:..

চ) মাসিক আয় (বিজনেস পারফরমেন্স)

১. পণ্য বিক্রয় টাকার পরিমাণ:..............................

২.অন্যান্য আয় (যদি থাকে) টাকার পরিমাণ:..............................

মোট টাকার পরিমাণ:............................

ছ) মাসিক ব্যয়: টাকার পরিমাণ: ....

ক্রমিক নং	খাতসমূহের নাম
১।	কর্মচারীর বেতন
২।	বিদ্যুৎ খরচ
৩।	কস্ট অব ফান্ড
৪।	কাঁচামাল/পণ্যের ক্রয়মূল্য
৫।	অন্যান্য ব্যয়

জ) মাসিক লাভ (চ-ছ) : টাকার পরিমাণ:....................

(মাসিক আয়-মাসিক ব্যয়)

ঝ) ঋণের কিস্তি পরিশোধ (মাসিক): টাকারপরিমাণ:..........................

ঞ) কিস্তি পরিশোধের পর অবশিষ্ট (মুনাফা) (জ-ঝ) টাকার পরিমাণ:..........................

(মাসিক লাভ-মাসিক কিস্তি পরিশোধ)

ট) ঋণের মেয়াদকালীন মুনাফার পরিমাণ {ঞ*(২৪-ক)}: টাকার পরিমাণ:..........................

(ক-ঋণ গ্রহণের শুরু থেকে প্রথম বিক্রয়ের সময় পর্যন্ত)

স্বাক্ষর

উদ্যোক্তা (ঋণগ্রহীতা)

** কর্মকান্ডের 4R ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

বি: দ্র: কর্মকান্ডের ধরণ অনুসারে বিজনেস প্লান পরিবর্তন হতে পারে।

পরিশিষ্ট-৯

১কপি ছবি

রেজিস্টার নং:.........
এন্ট্রি নং:.............
পৃষ্ঠা নং:...............

উদ্যোক্তা ঋণ বরাদ্দ প্রদানের চেকলিষ্ট

১। উদ্যোক্তার নাম:
২। সমিতি/দলের নাম
৩। ঠিকানা: গ্রাম: উপজেলা: জেলা:
৪। মোবাইল নম্বর:

ক্রঃ নং	ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পরিচালন নীতিমালা অনুসারে করণীয়/তথ্যাদি	যাচাই/বাছাইকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/দলিলপত্রাদি	মন্তব্য/করণীয়
১	উদ্যোক্তার ক্যাটাগরি	পল্লী উদ্যোক্তা/পেশাজীবী পল্লী উদ্যোক্তা/স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তা / একক উদ্যোক্তা/পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা/ প্রি গ্রাজুয়েট/গ্রাজুয়েট	
২	আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া	সঠিক আছে/নেই	
৩	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	যোগ্য/যোগ্য নয়	
৪	উপজেলা ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির/জেলা/কর্মসূচি সদর দপ্তরের সুপারিশ	সুপারিশকৃত/সুপারিশ করা হয়নি	
৫	পূর্বের ঋণ গ্রহণ/পরিশোধের অভিজ্ঞতা	আছে/নেই	
৬	জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৭	সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের কপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৮	**বিজনেস প্লান** (ক) কর্মকান্ডের ধরণ		
	(খ) ঋণ গ্রহীতা নতুন/পুরাতন/অভিজ্ঞ	নতুন/পুরাতন/অভিজ্ঞ	
	(গ) অর্থনৈতিক সম্ভ্যাব্যতা	সম্ভাব্যতা আছে/নেই	
	(ঘ) উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ		
৯	উদ্যোক্তার ২কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি	ছবি সংযুক্ত আছে/নেই	
১০	কর্মকান্ড/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ছবি/বর্ণনা	সংযুক্ত আছে/নেই	
১১	অন্য কোন সংস্থায় ঋণ নেই মম্যে উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা	অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত আছে/নেই	
১২	ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি	ট্রেড লাইসেন্স আছে/নেই/প্রযোজ্য নয়	
১৩	৩০০ টাকার স্ট্যাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতার চুক্তিনামা	সংযুক্ত আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	
১৪	Man Security/Guarantor	আছে/নেই/ বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	

১৫	মর্টগেজ কারবারনামা	আছে/নেই/ বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	
১৬	অন্যান্য সিকিউরিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/পোস্ট ডেটেড চেক	আছে/নেই/ বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	
১৭	সঞ্চয় জমার পরিমাণ		
১৮	ঋণের মেয়াদ	১/২ বছর	
১৯	ইতোপূর্বে গৃহিত উদ্যোক্তা ঋণের পরিমাণ		
২০	ঋণ আদায় পদ্ধতি	মাসিক কিস্তি	

৫। সদর দপ্তর/কর্মসূচি দপ্তর/জেলা/উপজেলা দপ্তরের মন্তব্য:

ঋণ আবেদনপত্র ও বিজনেস প্লান যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেল/সঠিক পাওয়া যায়নি। যেসব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (১। ------------------- ২।------------------------- ৩। ---------------------------) সংযুক্ত নেই সেগুলো ঋণ বিতরণের পূর্বে সংগ্রহ করে নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

৬। প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ: [ ]

৭। যাচাইয়ান্তে বরাদ্দের জন্য সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ: [ ]

এআরডিও ইউআরডিও উপপরিচালক (জেলা দপ্তর)